10

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষক ও উদ্বুদ্ধকরণের অভাব

উত্তরাঞ্চলে ৯ লাখ শিশু শিক্ষা বঞ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পঞ্চগড়।– শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আসবাব–পত্রের অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতার অভাবে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৯ লাখ স্কুল গমনোপযোগী শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১শ' ২৩টি থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের যে পরিসংখ্যান মিলছে তার একটি বড় অংশই হচ্ছে কাগুজে হিসাব।

একটি সূত্রে জানা যায়, মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে ১৬টি জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৪৩ লাখ ৬৮ হাজার ১শ' ৩২ জন শিশুর মধ্যে ৯ লাখ ২১ হাজার ৫শ' ২৩ জন শিশুকে কোনভাবেই বিদ্যালয়ে আনা যাচ্ছে না। চলতি বছরের প্রথমদিকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ৩৪ লাখ ৪৬ হাজার ৬শ' ৯ জন শিশুর মধ্যে ইতিমধ্যে নানা কারণে ২ লাখ ৫০ হাজার ২শ' ৪৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

সরকারী তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, পঞ্চগড় জেলার ৬ থেকে ১০ বছরের বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১ লাখ ২৩ হাজর ৯শ' ১ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৯৫ হাজার ৭শ' ৬৪ জন। অর্থাৎ জেলার ২৮ হাজার ১শ' ৩৭ জন শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় বিদ্যালয় গমোনাপযোগী ১ লাখ ৭৫ হাজার ১শ' ৫৫ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৬শ' ১৫ জন। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৪২ হাজার ৫শ' ৪০ জন। দিনাজপুর জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৫২ হাজার ৬শ' ৫৫ জন, বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ২ লাখ ৭৪ হাজার ৮শ' ৩২ জন। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৮শ' ২৩ জন। নীলফামারী জেলায় ২ লাখ ২২ হাজার ৭শ' ৮৭ জন বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ১ লাখ ৬২ হাজার ৪শ' ৯৪ জন। অর্থাৎ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৬০ হাজার ২শ' ৯৩ জন শিশু। লালমনিরহাট জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১ লাখ ৬২ হাজার ২১ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ১০ হাজার ১৬ জন। বাকী ৫২ হাজার ৫ জন শিশু বাধ্যাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কুড়িগ্রাম জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ২ লাখ ৮৪ হাজার ৭শ' ৬৪ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ১ হাজার ৫শ' ৫২ জন। অর্থাৎ শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৮৩ হাজার ২ শ' ১৫ জন। নদী ভাঙ্গনে মারাত্মাকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অভাবী জেলা গাইবান্ধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯শ' ৭৩ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৬৫ হাজার ৪৮ জন। অর্থাৎ শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৭৪ হাজার ৯শ' ২৫ জন। রংপুর জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯ শ' জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে গমন করে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯শ' ৮১ জন। বাকী ৮৫ হাজার ৯শ' ৪৭ জন শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জয়পুরহাট জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু রয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৪শ' ৬৪ জন; যারা মধ্যে বাধ্যাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ৯১ হাজার ১শ' ৫০ জন। অর্থাৎ শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩শ' ১৪ জন। বগুড়া জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৪ লাখ ৯ হাজার ৪শ' ৮২ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৩০ হাজার ২শ' ৩৭ জন। বাকী ৭৯ হাজার ২শ' ৪৫ জন শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাবনা জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮শ' ৭৭ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭ম' ২৪ জন। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৫৩ হাজার ১শ' ৫৩ জন। সিরাজগঞ্জ জেলায় এই বয়সের ৪ লাখ ২২ হাজার ৯শ' ৩২ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ৪ জন। এ জেলার ৮৭ হাজার ৩শ' ২৮ জন শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজশাহী জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫শ' ৮৩ জন–এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৭৪ হাজার ৫৫ জন। বাকী ৫০ হাজার ৫শ' ২৮ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। নাটোর জেলায় ২ লাখ ১৪ হাজার ৩শ' ৪৭ জন বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১ লাখ ৭৫ হাজার ৯শ' ৮৫ জন। বিদ্যালয়ে যায় না ৩৮ হাজার ৩শ' ৮৯ জন। নওগাঁ জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩ লাখ ২১ হাজার ৫শ' শিশু থাকলেও বিদ্যালয়ে যায় ২ লাখ ৫৯ হাজার ৩শ' ৯২ জন, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৬১ হাজার ২শ' ৮ জন শিশু। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫শ' ৯০ জন বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে বিদ্যালয় গমন করে ১ লাখ ৫৮ হাজার ১শ' ৫৯ জন। অর্থাৎ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ২৬ হাজার ৪শ' ৩১ জন।

জানা যায়, কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। শিশু শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছ'টি শ্রেণীতে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে শিশুদের পড়াশুনায় নারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

চরম দারিদ্র্যসীমার নীচের পরিবারের শিশুরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে এসব শিশু বিদ্যালয়ে যাবার পরিবর্তে বিনাশ্রমে নিয়োজিত হয়। একমাত্র শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের অনেকেই গ্রামাঞ্চলে ধনীদর বাড়িতে ফাইফরমশস খাটে এবং গরু–মহিষের রাখাল হিসাবে কাজ করে। এরা শহর–বন্দরে, হোটেল–রেস্তোরাঁয়, বাসা–বাড়িতে কিংবা দোকানে কাজ করে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়।